بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ  نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ  وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুম'আ

এই রমযানে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য যেন তাঁর আদেশাবলীর উপর চলতে পারি এবং সেই সকল লোকদের অন্তর্গত হই, যাদের দোয়া আল্লাহতা'লার নিকট গ্রহনীয়তার মর্যাদা লাভ করেছে।

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে হতে প্রদত্ত ১৬ই এপ্রিল ২০২১-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা বাকারার ১৮৪-১৮৭ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত ও অনুবাদ উপস্থাপনের পর বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর পুনরায় আমাদের রমযান মাস অতিবাহিত করার সৌভাগ্য হচ্ছে। আমাদের সদা স্মরণ রাখা উচিত, কেবল রমযান মাস লাভ করা এবং এ মাসটা কাটানোই যথেষ্ট নয় অথবা কেবল প্র ভাতে সেহেরী খেয়ে রোযা রাখা আর সাঁঝের বেলায় ইফতারি করে রোযা খোলাই রোযার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না বরং এই রোযার পাশাপাশি আর এই রোযাসমূহের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির আদেশ দিয়েছেন। রোযার বরাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কতক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন আর এগুলো মেনে চলার কল্যাণে তিনি আমাদেরকে নিজ নৈকট্য প্রদানের এবং দোয়া গৃহীত হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রোযা আবশ্যক হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে এটিও বলেছেন, যদি অসুস্থতা অথবা অন্য কোন বৈধ কারণ থাকে তাহলে রোযা রাখতে না পারার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে তা পূর্ণ করতে হবে অথবা যদি কেউ একেবারেই রাখতে না পারে, অসুস্থতা দীর্ঘ হয়ে থাকে তবে এর জন্য ফিদিয়া দিতে হবে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখতে হবে, যদি পরবর্তীতে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয় (এবং সে রোযা রাখে) তবুও কারো আর্থি ক স্বচ্ছলতা থাকলে ফিদিয়া প্রদান করা উত্তম। পুনরায় পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব এবং এর অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ করে আমাদেরকে অবগত করেছেন যে, কুরআন পাঠ করা, এর ওপর আমল করা আমাদের জন্য হিদায়াত ও ঈমানে দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার এবং তাঁর প্রেরিত শিক্ষা অনুধাবনেরও মাধ্যম এটি। এরপর পুনরায় আমাদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হে নবী! আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের নিকটে আছি। দোয়া শ্রবণ করি, গ্রহণ করি।

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও কতিপয় শর্ত আছে। অতএব, আমরা যদি এসব শর্তানুযায়ী নিজেদের দোয়ায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লাকে নিজেদের নিকটে এবং দোয়া শ্রবণকারী হিসেবে পাবো। এখন আমি দোয়ার প্রেক্ষাপটে হযরত মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে দোয়ার গুরুত্ব এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় যে পরিবর্তন আনা উচিত- সে সম্পর্কে দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী কি এবং এর দর্শন ও এর গভীরতা সম্পর্কে তিনি (আ.) যা বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে কিছু উপস্থাপন করব। দোয়া গ্রহনীয়তার ব্যাপারে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি এমন এক বিষয় যাতে প্রথমে বান্দাকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যখন এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও স্নেহ উদ্বেলিত হয়, তঁ ার দয়া উদ্বেলিত হয়। অতএব এ বিষয়টি অনুধাবন করা আমাদের জন্য অতি আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "দোয়া ইসলামের বিশেষ গর্ব এবং মুসলমানরা এটি নিয়ে খুবই গর্বিত। কিন্তু স্মরণ রাখ! দোয়া মৌখিক বুলি আওড়ানোর নাম নয়, বরং এটি সেই বস্তু যার ফলে হৃদয় খোদা ভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়াকারীর আত্মা পানির মত প্রবাহিত হয়ে খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছে এবং নিজ দুর্বলতা ও দোষত্রুটির জন্য সর্বশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, এটি সেই অবস্থা যাকে অন্য ভাষায়

মৃত্যু বলা যেতে পারে। যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন নিশ্চিত হতে পারো যে, এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া গৃহীত হবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পাপ থেকে বাঁচার এবং স্থায়ীভাবে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য বিশেষ শক্তি, কৃপা এবং অবিচলতা প্রদান করা হয় এবং এটি সবচেয়ে মহান মাধ্যম।" কাজেই এটি হচ্ছে দোয়ার রীতি এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়, দোয়া গ্রহণ করানোর মাধ্যম এবং পাপমুক্ত হওয়ার পদ্ধতি।

দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে দোয়ারই একটি শাখা। তিনি (আ.) বলেন, দোয়ার রহস্য হল, এক পুণ্যবান বান্দা এবং তাঁর প্রভুর মাঝে আকর্ষণের সম্পর্ক থাকে অথবা আকৃষ্ট করার সম্পর্ক থাকে। যখন বান্দা কোন কঠিন পরিস্থি তির সম্মুখীন হয়ে খোদাতা'লার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা এবং আশা ও পূর্ণ ভালোবাসা, পূর্ণ নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়ে তাঁর প্রতি বিনত হয়। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যারপর নাই নিরাশক্তি দেখিয়ে আলস্যের পর্দা ছিন্ন করে আত্মবিলীনতার ময়দানে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে তখন সামনে সে আল্লাহ্ তা'লার দরবার দেখতে পায়। আর সেখানে তার সাথে কোন শরীক নেই তখন তার আত্মা খোদা তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়। তখন সে কেবল আল্লাহ্‌কেই দেখতে পায়, জাগতিক সকল বস্তু তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন গুরুত্ব থাকে না তার কাছে, কোন বস্তু কোন প্রকার গুরুত্ব রাখে না কেবল আল্লাহ্ তা'লাই তার সামনে দৃশ্যমান থাকেন। যখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং খোদাকে দর্শন করে তখন তাঁর সামনেই তার আত্মা অবনত হয়। আকর্ষণ শক্তি যা তার মাঝে নিহিত রাখা হয়েছে তখন সেটিই খোদা তা'লার পুরস্কাররাজিকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। বান্দার মাঝেও খোদাকে আকর্ষণ করার যে শক্তি রাখা হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'লার দান বা পুরস্কারকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে দেয়।

এরপর বলেন, নবী-রসূলের মাধ্যমে যেসব হাজার হাজার অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে বা পুণ্যাত্মা আউলিয়ারা আজ পর্যন্ত যেসব অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে এসেছেন তার মূল বা উৎস এই দোয়াই। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোয়ার প্রভাবেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র বিভিন্ন ধরণের অলৌকিক লিলা প্রদর্শন করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'লা বলেন, আমাদের পথে যারা চেষ্টাসাধনা করবে আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করবো। চেষ্টা-সাধনার সূচনা করা বান্দার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অপরদিকে এই দোয়াও শিখিয়েছেন যে, আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সোজাসরল পথে পরিচালিত কর। অতএব, মানুষের উচিত এ বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে নামাযে কাকুতি মিনতি ও আহাজারি করে দোয়া করা এবং এই আশা রাখা যে, সেও যেন সেসব লোকের ন্যায় হয়ে যায় যারা উন্নতি ও অন্তঃদৃষ্টি লাভ করেছে। এই দুনিয়া থেকে অন্তঃদৃষ্টিশূন্য হয়ে এবং অন্ধ অবস্থায় যেন উত্থিত হতে না হয়।

অতএব, এই দিনগুলোতে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়া অনেক বেশি করুন; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, হৃদয়সহূকেও পবিত্র করে প্রকৃত বান্দায় পরিণত করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার বান্দার অধিকার প্রদানকারী বানান। উগ্রপন্থীরা আজকাল যেমনটি করছে– তাদের মতো যেন আমরা না হয়ে যাই। আল্লাহ্ ও রসূলের নামে অত্যাচার করা হচ্ছে! আল্লাহ্ তা'লা এমন অত্যাচারীদের দুস্কৃতি থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।

কিছু মানুষ বলে বসে যে , আমরা তো এতটাই পাপী হয়ে গেছি যে, খোদা তা'লা এখন আর আমাদের ক্ষমা করবেন না! এই ধারণায় তারা আরও বেশি পাপে লিপ্ত হতে থাকে। আসলে, শয়তান তাদের মনে এক কুপ্র রোচনা সৃষ্টি করতে থাকে, খোদা-বিমুখ করার জন্য শয়তান নিজের কারসাজি চালিয়ে যেতে থাকে; আর এমন মানুষ তখন শয়তানের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে শয়তানের এই আক্রমণ ও খপ্পর থেকে মুক্তির পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে পাপী ব্যক্তি নিজের পাপাধিক্য ইত্যাদির কথা ভেবে কখনোই যেন দোয়া থেকে বিরত না হয়! কখনো (একথা ভেবে) থেমে যেও না যে, পাপ অনেক বেশি হয়ে গেছে। দোয়া হলো, প্রতিষেধক। দোয়ার ফলে অবশেষে সে দেখতে পাবে যে, পাপ তার কাছে কতটা খারাপ লাগা আরম্ভ হয়েছে! দোয়া-ই তো পাপ থেকে মুক্তির চিকিৎসা। যারা অবাধ্যতায় নিমগ্ন হয়ে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায় এবং তওবার প্র তি মনোযোগ দেয় না, তারা অবশেষে নবী-রসূল ও তাদের (পবিত্রকরণ) প্রভাবও অস্বীকার করে বসে এরপর তারা ধর্ম থেকেও ছিটকে পড়ে; এমন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। আর নবী-রসূলদের থেকে দূরে যেতে যেতে অবশেষে নাস্তিক হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের একটি ইলহাম **'উজীবু কুল্লা দু'আইকা'**(অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতিটি দোয়া কবুল করব)- এর উল্লেখ করে বলেন, আমার সাথে আমার মহাসম্মানিত প্রভুর স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, 'কুল্ল' (প্রতিটি) কথার অর্থ হলো– যেসব দোয়া গৃহীত হলে ক্ষতি হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি তরবীয়ত ও সংশোধন করতে চান, তাহলে

প্রত্যাখ্যান করাই (মূলত) দোয়া গৃহীত হওয়া। দোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধারণা এবং কামনা বাসনার অধীনস্থ নন। এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দোয়ায় ক্ষতিকর কোন দিক থাকলে সেই দোয়া আদৌ গৃহীত হয় না।

হুজুর (আই.) বলেন, প্রতিদিনের ডাকে মানুষের চিঠি আসে আর (সেখানে) তারা উল্লেখ করে যে, তারা দোয়া করছে আর জোরপূর্ব ক কোন কাজ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরিণাম ভালো প্রকাশ পায় না তখন আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছিলাম আর অনেক সদকা-খয়রাত করে এই কাজ শুরু করেছিলাম, তথাপি ফল ভালো হয়নি অথবা আমাদের দোয়া গৃহীত হয়নি। প্রথম কথা হলো, এটি দেখতে হবে যে, দোয়া, যা পরম মার্গে পৌঁছানো আবশ্যক, তা পৌঁছানো হয়েছে কিনা। খোদার সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হবার কথা, তা হয়েছে কিনা? যদি এমনটি না হয় তাহলে তা কেবল বুলি আওড়ানো, যেমনটি কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। আর যদি দোয়াকে পরম মার্গে পৌঁছানো হয়ে থাকে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেই কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা এর কোন (উত্তম) ফলাফল প্রকাশিত না হয়, তাহলে (ধরে নিতে হবে) এতেই খোদার সুপ্ত প্রজ্ঞা নিহিত, এর মাঝেই মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, তিনি (আ.) বলেন, এটি

এক সত্য এবং সুনিশ্চিত বিষয়, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার দোয়া শোনেন এবং সেগুলোকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দান করেন। কিন্তু গণহারে সব দোয়া গ্রহণ করেন না বা প্রত্যেকের দোয়া গ্রহণ করেন না; কেননা আবেগের আতিশয্যে মানুষ অনেক সময় চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে না আর দোয়া করতে থাকে। এর চূড়ান্ত পরিণাম কী দাঁড়াবে, সে ব্যাপারে তার কোন চিন্তাই থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি প্র কৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পরিণামদর্শী, তিনি এসব ক্ষতি ও মন্দ পরিণামকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এই দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে দোয়াকারী ভোগ করতে পারে, তা (অর্থাৎ সেই দোয়া) প্রত্যাখ্যান করে দেন। আর এই দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়া-ই (তার জন্য) দোয়া গৃহীত হওয়ার নামান্তর। তাঁর প্রিয় বান্দাদের ক্ষেত্রে এটিই খোদা তা'লার রীতি।

দোয়া কবুলিয়্যতের শর্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়টিও গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, দোয়া কবুলিয়্যতের জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে কতক দোয়াকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কতক যারা দোয়া করায় তাদের সাথে। যারা দোয়া করায় তাদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে। এটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূ র্ণ বিষয়। যে দোয়া করার জন্য বলে, তার জন্যও আবশ্যক হলো, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং তাঁর ব্যক্তিগত অমুখাপেক্ষীতাকে যে সর্বদা ভয় করে। একথা যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ তা'লা অমুখাপেক্ষী। সর্বদা তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকা উচিত। আর শান্তিপ্রি য়তা ও খোদা তা'লার ইবাদতকে নিজের রীতিনীতি বানিয়ে নেয়। এগুলো খুবই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়, শান্তিপ্রিয়তা ও খোদা তা'লার ইবাদতকে যেন নিজের অভ্যাসে পরিণত করে। তাকওয়া ও সততার মাধ্যমে যেন খোদাকে সন্তুষ্ট করে- এরূপ অবস্থায় দোয়ার জন্য কবুলিয়্যতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এটিও আবশ্যক যে, মানুষ যেন বিশ্বাসের দিক থেকে দৃঢ় হয়। এটি মৌলিক শর্ত। এছাড়া তারা যেন সৎকর্ম শীল হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি সত্য কথা, যে ব্যক্তি কর্মের সাহায্য নেয় না, সে দোয়া করে না, বরং আল্লাহ্কে পরীক্ষা করে। তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক আর এ দোয়ার এটিই অর্থ। যারা বলে, দোয়া করলে আর উপকরণের প্রয়োজন কী?– তাদের এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এসব নির্বোধের চিন্তা করা উচিত যে, দোয়া তো নিজেই একটি গুপ্ত উপকরণ। দোয়া করাকে-ও খোদা তা'লা একটি কারণ বলেছেন যা অন্য উপকরণ সৃষ্টি করে এবং কোন কাজ সমাধার কারণ হয়। তিনি (আ.) বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ কে যে إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর পূর্বে রাখা হয়েছে– দোয়া সূচক বাক্যটি এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছে। খোদাতা'লার দুটি নাম **'আযীয'** ও **'হাকীম'** । 'আযীয' শব্দের অর্থ হলো, সকল কর্ম সম্পাদন করে দেয়া আর 'হাকীম' অর্থ হলো, প্রতিটি কাজ কোন প্রজ্ঞার অধীনে স্থানকালপাত্রভেদে এবং ভারসাম্যপূর্ণ করে দেওয়া।

তিনি (আঃ) বলেন, তাকওয়াই এমন একটি বিষয় যাকে শরীয়তের মূল বলা যায়। শরীয়তকে যদি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হয় তাহলে শরীয়তের মগজ বা প্রাণ তাকওয়াই হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষী হয়ে যদি প্রাথমিক স্তরগুলো অবিচলতা এবং নিষ্ঠার সাথে অতিক্রম করে তাহলেই সে উক্ত সততা ও সত্য সন্ধানের কারণে মহান পদমর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি মুত্তাকীদের দোয়া গ্রহণ করেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'রহম' বা দয়ার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রাখতে হবে, 'রহম' বা দয়া দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি রহমানিয়্যত আর অন্যটি রহিমিয়্যত নামে আখ্যায়িত। রহমানিয়্যত এমন কল্যাণধারা যার সূচনা আমাদের সত্তা ও অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই হয়েছে। আরেকটি রহমত বা কৃপা হলো রহিমিয়্যত। অর্থাৎ আমরা যখন দোয়া করি তখন আল্লাহ্ তা'লা দান করেন। দ্বিতীয় ধরনের 'রহম' বা দয়া এ শিক্ষা দেয় যে, একটি 'রহম বা দয়া' যাচনার পর সৃষ্টি হয়। চাইতে থাকবে পেতে থাকবে। যাচনা করা মানুষের বৈশিষ্ট্য আর আহ্বানে সাড়া দেওয়া আল্লাহ্র কাজ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মূল্যায়ন কর এবং এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার কর। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এগুলোর সঠিক ব্যবহাররীতি যাচনা কর। প্র কৃতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আর সব যুগেই আল্লাহ্ তা'লা জীবন্ত বা নিত্যনতুন আদর্শ প্রেরণ করেন। এজন্যই তিনি اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ দোয়া শিখিয়েছেন।

দোয়ার বরাতে নামাযের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো দোয়া, আর দোয়া করা একান্ত আল্লাহ্র প্রকৃতির বিধান সম্মত।

হুজুর বলেন, এ কয়েকটি কথা আমি সেই মহান ধনভাণ্ডার থেকে উপস্থাপন করলাম যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন, যার মাধ্যমে দোয়ার গুরুত্ব ও প্রজ্ঞা, দোয়া করার পদ্ধতি ও এর দর্শন, সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোকপাত হয়। আমরা যদি এটি বুঝতে পারি তবে আমরা আমাদের জীবনে এক বিপ্ল ব সাধন করতে পারব। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কে র ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকৃষ্ট করতে পারব। অতএব, আমাদেরকে এই রমযানে চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর আদেশানুযায়ী চলি এবং স্বীয় ঈমানকে দৃঢ়তর করতে থাকি। দোয়ার করার প্রজ্ঞা ও দর্শনকে অনুধাবনকারী হতে পারি। স্বীয় কর্মে র সংশোধনকারী হতে পারি এবং ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গৃহীত হয়। এই রমযান যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় এক বিপ্লব সাধনকারী হয়। পাকিস্তানে তো দৈনিকই কোন না কোন অঘটন ঘটে থাকে, যেখানে কোন না কোন ভাবে আহমদীদের কষ্ট দেওয়া হয়, তাই তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়াতেও সম্ভবত পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা খোলার পাঁয়তারা চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন। অন্যের জন্য দোয়া করলে নিজের দোয়া গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থাপত্রটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বরং যারা অন্যদের জন্য দোয়া করে তাদের জন্য ফিরিশ্তারা দোয়া করেন, আর ফিরিশ্তারা যদি দোয়া করে তাহলে এটি অনেক লাভজনক ব্যবসা। অতএব, আমাদেরকে শুধু নিজেদের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও বিশেষভাবে অনেক দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রমযানে বিশেষভাবে এই তৌফিকও দান করুন। (আমীন)

(মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত থেকে প্রেরীত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খোতবার অনুবাদ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

**Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 16 APRIL 2021**

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

To .....

.....

**From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B**